যুগান্তর

তারিখ 20 AUG 2016
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

ভর্তির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত জটিলতা

সমস্যাটি দ্রুত নিরসন হওয়া উচিত

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ায় অচিরেই উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তিযুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে। তবে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পদ্ধতিগত বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যা মোটেই কাম্য নয়। জানা গেছে, এর কারণ মূলত একেক বিশ্ববিদ্যালয়ের একেক ধরনের নিয়ম অনুসরণ। ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো নিয়ম ও পদ্ধতি প্রবর্তন করায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছু মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বর্তমানে যেসব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদাভাবে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ এবং তারিখ নির্ধারণে সমন্বয়হীনতা, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ; ভর্তি পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আলাদা ফি নির্ধারণ, একই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা একাধিক শিফটে গ্রহণ এবং ভর্তি পরীক্ষায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন সংযোজন। এছাড়া ইউনিট বাড়িয়ে বাড়তি অর্থ আদায়ের অভিযোগও রয়েছে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে।

বস্তুত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা বিরাজ করায় অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়ছে। দুঃখজনক হল, সমন্বয়হীনতা ও পদ্ধতিগত জটিলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কোচিং ব্যবসার প্রসার ঘটছে এবং কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। এটি বন্ধ করতে হলে পদ্ধতিগত জটিলতার অবসান ঘটিয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন জরুরি।

এবারের ফলাফল নিয়ে অনেকে উচ্ছ্বসিত হলেও বাস্তবতা হল, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অনেকেই কাঙ্ক্ষিত বা পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে না। এমনকি জিপিএ-৫ পেয়েও শুধু আসন সংকটের কারণে ১৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তির সুযোগ পাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশের ৩৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ৪০ হাজার ৭২৭। তাই ভালো ফলাফল করেও শিক্ষার্থীরা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, যা এক প্রকার নিশ্চিত। অপ্রিয় হলেও সত্য, দেশে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। ফলে প্রতি বছর দেখা যায়, গুটিকয় বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘিরে শিক্ষার্থীদের ভিড় লেগে আছে। দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার যেমন জরুরি, তেমনি ভালো ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারেও মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ও ভর্তি সংকটের সুযোগে বিভিন্ন বেসরকারি ও বিদেশী নামধারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তথাকথিত শাখা বা ক্যাম্পাস গড়ে উঠতে দেখা যায়। প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির পর বাণিজ্যধারায় সর্বশেষ যুক্ত হওয়া দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দেশে পাসের হার ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও সেই অনুপাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া হয়নি। মানসম্মত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়ার পাশাপাশি ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় এনে এর পদ্ধতিগত জটিলতা ও সমন্বয়হীনতা দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে— এটাই প্রত্যাশা।